গত ১০-০৬-২০২০খ্রিঃ বুধবার ১১:০০ ঘটিকায় ডিএমপি সদর দপ্তর সম্মেলন কক্ষে (৬ষ্ঠ তলা) অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরীর রমনা/লালবাগ/ওয়ারী/মতিঝিল/মিরপুর/তেজগাঁও/গুলশান/উত্তরা বিভাগের মে, ২০২০খ্রিঃ মাসে রুজুকৃত খুন, ডাকাতি, দস্যুতা, অপহরণ ও গণধর্ষণ মামলাসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্তে মনিটরিং সেলের সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস্) অতিরিক্ত দায়িত্বে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (এ্যাডমিন) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
তারিখ	ঃ	১০-০৬-২০২০খ্রিঃ ।
সময়	ঃ	১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ	ডিএমপি সদর দপ্তর সম্মেলন কক্ষ (৬ষ্ঠ তলা)।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১.	জনাব কৃষ্ণ পদ রায়, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস্) ডিএমপি, ঢাকা।
২.	জনাব মোঃ জাফর হোসেন, উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন)।
৩.	জনাব, মানস কুমার পোদ্দার, পিপিএম(বার) অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতী প্রাপ্ত)।
৪.	জনাব মাহমুদা আফরোজ লাকী পিপিএম, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (দারুসসালাম জোন)।
৫.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁও জোনাল টিম)।
৬.	জনাব মোঃ গোলাম সাকলায়েন পিপিএম, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (গুলশান জোনাল টিম)।
৭.	জনাব ইশতিয়াক হাসান আমীন, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম)।
৮.	জনাব এ, জেড, এম তৈমুর রহমান, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম-২)।
৯.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম মুকুল, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (মিরপুর জোনাল টিম)।
১০.	জনাব মোঃ খায়রুল আমিন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (মিরপুর জোন)।
১১.	জনাব রফিকুল ইসলাম পিপিএম (সেবা), সহকারী পুলিশ কমিশনার (গুলশান জোন)
১২.	জনাব মোঃ হান্নানুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ওয়ারী জোন)।
১৩.	জনাব মোঃ এলিন চৌধুরী, সহকারী পুলিশ কমিশনার (বাড্ডা জোন)।
১৪.	জনাব শচীন মৌলিক, সহকারী পুলিশ কমিশনার (উত্তরা জোন)।
১৫.	জনাব হাসিনুজ্জামান সহকারী পুলিশ কমিশনার (ধানমন্ডি জোন)।
১৬.	জনাব ফাহমিদা আফরিন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম)।
১৭.	জনাব এস.এম শামীম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (রমনা জোন)।
১৮.	জনাব মোঃ রাকিবুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডেমরা জোন)।
১৯.	জনাব জাকিয়া নুসরাত, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ক্যান্টনমেন্ট জোন)।
২০.	জনাব রওশানুল হক সৈকত, সহকারী পুলিশ কমিশনার (মোহাম্মদপুর জোন)।
২১.	জনাব মোঃ সাইফুল আলম মুজাহিদ, সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী জোন)।
২২.	জনাব খন্দকার রেজাউল হাসান পিপিএম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (বিমানবন্দর জোন)।
২৩.	জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (চকবাজার জোন)।
২৪.	জনাব আবুল হাসান, সহকারী পুলিশ কমিশনার (নিউমার্কেট জোন)।
২৫.	জনাব শাহ আলম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (শ্যামপুর জোন)।
২৬.	জনাব মাহমুদ খান, সহকারী পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁও জোন)।

এছাড়াও সভায় সংশ্লিষ্ট থানার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচিতব্য প্রতিটি মামলার তদন্তকারী অফিসারকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১। হাজারীবাগ থানার মামলা নং ০৩, তারিখ: ১২/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩০২/২০১/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামী অজ্ঞাতনামা ভিকটিকে অজ্ঞাত যে কোন কারণে হত্যা করে আলামত ও লাশটি গোপন করার উদ্দেশ্যে বা হত্যাকান্ডটি ভিন্ন খাতে প্রাবহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে প্লাস্টিকের বস্তায় ভর্তি করে ফেলে রেখে হত্যার ঘটনা। ভিকটিমের পরিচয় সনাক্ত সম্ভব হয়নি এবং ঘটনায় জড়িত কোন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) দ্রুত ভিকটিমের পরিচয় নির্ণয়পূর্বক জড়িত আসামীদের গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২। কদমতলী থানার মামলা নং ০১, তারিখ: ০১/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি এজাহারনামীয় আসামী সাজেদা বেগম ও কামালদ্বয়ের পরকিয়া ঘটনা ভিকটিম রাব্বি (১১) দেখে ফেলায় আসামীদ্বয় ভিকটিমকে শ্বাসরোধকরত হত্যা করে হত্যাকান্ডটি আত্মহত্যা বলে প্রচার করার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০২ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ০১ জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্তঃ (১) মামলার অপর আসামী কমলকে দ্রুত গ্রেফতার করার নির্দেশ প্রদান করেন।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩। কদমতলী থানার মামলা নং ০৪, তারিখ: ০৬/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার এজাহারনামীয় আসামী নূরজাহান বেগম (ভিকটিমের স্ত্রী) সহ ০৪ জন আসামীদের সহায়তায় পরস্পর যোগসাজসে পারিবারিক কলহেল জের ধরে ভিকটিম মোঃ কামাল হোসেন এর গায়ে গরম পানি ঢেলে দেয়। পরবর্তীতে ভিকটিম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়ার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ০১ জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৪। ডেমরা থানার মামলা নং ০৫, তারিখ: ২৭/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলাটি নৌ পুলিশ কর্তৃক তদান্তধীন বিধায় সভায় কোন আলোচনা হয়নি।

৫। যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং ১৮, তারিখ: ১৭/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি এজাহারনামীয় আসামী মোঃ উজ্জল ভিকটিম মোঃ হাসানকে পাওনা টাকা লেনদেনকে কেন্দ্র করে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে অতর্কিতভাবে ধারালো ফল কাটা চাকু দিয়ে মাথার পেছন দিকে ঘাড়ের উপর স্বজোরে আঘাত করলে ভিকটিম গুরুত্বর রক্তাক্ত জখম হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত চাকু জব্দ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৬। খিলগাঁও থানার মামলা নং ১০, তারিখ: ১৪/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় সাইফুল সহ ১২ জন এবং আরো অজ্ঞাতনামা ৫/৬ জন আসামীরা ভিকটিম মোঃ আবুল বাসারকে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে বাম পাশের কাঁধের উপরে, কোমড়ের বাম পাশের উপরে এবং হাতের কব্জির নিচে কুপিয়ে হাড় কাটা গুরুতর রক্ত জখম করে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০২ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০১ জন বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদেরকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৭। খিলগাঁও থানার মামলা নং ১১, তারিখ: ১৫/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ১৮৬/৩৩২/৩৫৩/৩০৭/৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি পুলিশ এর সাথে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৮। সবুজবাগ থানার মামলা নং ১১, তারিখ: ২৩/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী মোঃ মামুন সহ ০৬ জন সহ অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জন আসামীরা ভিকটিম মোঃ নজরুল ইসলাম@নাদির হোসেনকে বাসা হতে ডেকে উল্লিখিত স্থানে নিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো ছুরি ও ইট দ্বারা উপর্যপুরি আঘাত করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০১ জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৯। মুগদা থানার মামলা নং ০৩, তারিখ: ০৮/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামী/আসামীগণ ভিকটিম জীবন ঘোষকে একই উদ্দেশ্য সাধন কল্পে হত্যা করার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ঘটনায় জড়িত আসামীদের সনাক্তপূর্বক দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১০। শেরেবাংলানগর থানার মামলা নং ১৫, তারিখ: ২২/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি র‍্যাব-২ এর সাথে অস্ত্রধারী মাদক ব্যবসায়ী সন্ত্রাসীদের বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১১। শাহআলী থানার মামলা নং ০১, তারিখ: ১০/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি এজাহারনামীয় আসামী মোছাঃ আছমা বেগম ভিকটিম মোঃ রতন মোল্লাকে কথা কাটাকাটির জের ধরে বটি দা দিয়ে ভিকটিমের পেটে কোপ দেয়। পরবর্তীতে ভিকটিম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। ঘটনায় জড়িত মুল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত ০১টি বটি জব্দ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১২। বনানী থানার মামলা নং ০৪, তারিখ: ১৫/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ১৪৪/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩৩২/৩৩৩/৩০৭/৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি র‍্যাব-১ এর সাথে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৩। তুরাগ থানার মামলা নং ০৬, তারিখ: ১২/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩০২/২০১/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামী/আসামীরা পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ভিকটিম গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে হত্যাকরত লাশ ফেলে রাখার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বিজ্ঞ আদালতে কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) খুনের মোটিভ উদঘাটন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৪। যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং ০৬, তারিখ: ১০/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩৯৫/৩৯৭ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার গোয়েন্দা-দক্ষিণ বিভাগ জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা ০৬ জন ডাকাত মোটরসাইকেল যোগে এসে ভিকটিম সাইফুল ইসলাম সবুজ (৩০) ও তার বড় ভাই নগদ ৫৫,৬৯,০০০/- টাকা ডাচ বাংলা ব্যাক এজেন্ট ব্যাংকিং থেকে উত্তোলণ করে যাত্রাবাড়ী থানাধীন সায়েদাবাদ হোটেল আকবর এর সামনে পৌছামাত্র ফাঁকা গুলি করে এবং এলোপাথাড়ি মারধরকরত ভিকটিমের নিকটে থাকা নগদ ৫৫,৬৯,০০০/- টাকা জোরপূর্বক ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ০৭ জনকে আটক করা হলেও ডাকাতি হওয়া টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ঘটনায় জড়িত মূল আসামীদের সনাক্তপূর্বক দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) লুণ্ঠিত ডাকাতি হওয়া টাকা দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, টিম লিডার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৫। ক্যান্টনমেন্ট থানার মামলা নং ০৫, তারিখ: ২৮/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩৯৫ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি ভিকটিম মোঃ মইনুল ইসলাম এর নিকট হতে তার অনলাইনে বিক্রয়কৃত মোবাইল এর ডেলিভারীর ৪২,০০০/- হাজার টাকা আসামী মোঃ ফয়েজ আহাম্মেদ জনি সহ ০৬ জন জোরপূর্বক ডাকাতি করে নিয়ে যায়। ঘটনায় জড়িত ০৫ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে বিজ্ঞ আদালতে কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। ডাকাতি হওয়া ৪২,০০০/- টাকা ও ০১টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৬। রমনা মডেল থানার মামলা নং ০৪, তারিখ: ১৩/০৫/২০খ্রিঃ, ধারা: ৩৯২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা ০৪ জন আসামীরা মোটরসাইকেলযোগে এর ভিকটিম মাইনউদ্দিন সোহাগ এর আরোহিত রিক্সার গতিরোধকরত চরথাপ্পর মেরে নগদ ১৪ লক্ষ টাকা ব্যাগটি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ঘটনায় জড়িত আসামীদের সনাক্তপূর্বক দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) লুণ্ঠিত টাকা দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি গোয়েন্দা-দক্ষিণ বিভাগে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(৪) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, টিম লিডার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।